টক্কা টক্কা টরে টরে

কৃষ্ণলাল মাইতি

টক্কা টক্কা টরে টরে

কৃষ্ণলাল মাইতি

নয়া প্রকাশ
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

টক্‌কা টক্‌কা টরে টরে

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৮

প্রকাশনা ও মুদ্রণে

নয়া প্রকাশ

২০৬, বিধান সরণি

কলিকাতা-৭০০০০৬

ছবিতে ঃ কুমারেশ দাশ

প্রচ্ছদে ঃ বিন্ধ্য অশোক

দাম ঃ চার টাকা

ISBN 81-85109-83-4

টেলিগ্রাফ

টরে টরে টক্কা টক্কা
এ বি সি ডি হয়ে,
দূর থেকে দূরে যায়
তারবার্তা লয়ে।
বিদ্যুতের গতি নিয়ে
তারের মাধ্যমে,
সব শব্দ কথা হয়ে
আসে টেলিগ্রামে।
বিজ্ঞানী মার্সের
মহা-আবিষ্কার,
বার্তা পাঠাবার এই
সাংকেতিক ভাষার।
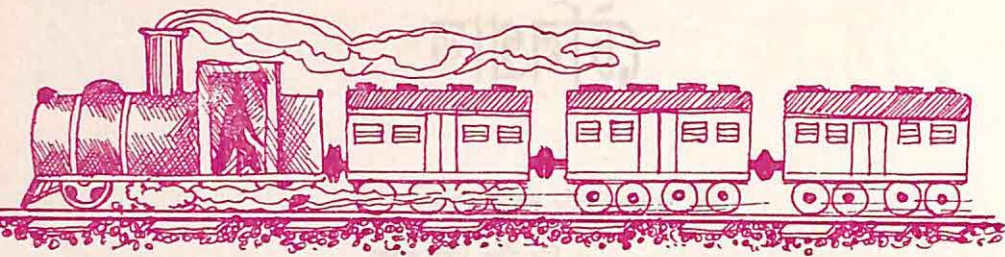
রেল-ইঞ্জিন

বাষ্পকে কিছু দিয়ে যদি চাপা যায়,
দেখবে দারুণ জোরে বের হতে চায়।
জেম্‌স্ ওয়াট একদিন কেটলির জলে
বাষ্পের শক্তি দেখে ভাবে নিজ মনে।
এরই থেকে বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন
আবিষ্কার করলেন তিনি একদিন।
তারপর বিজ্ঞানী জর্জ স্টিফেনসন
রেল-ইঞ্জিনের উন্নতি, করেন সাধন।

সিরাম

জলাতঙ্ক রোগের ওষুধ, লুই পাস্তুর
দীর্ঘ গবেষণায় খেটে দস্তুর—
করেন আবিষ্কার সিরাম ইন্‌জেকশান
যোগ্য সম্মান তিনি বিশ্বে আজও পান।

পাগলা শেয়াল কুকুর কামড়াত যখন,
জল দেখে ভয় পেত রুগীরা তখন।
সেসব যন্ত্রণা বলার ছিল না তো ভাষা,
ফরাসী বৈজ্ঞানিক জাগালেন আশা।
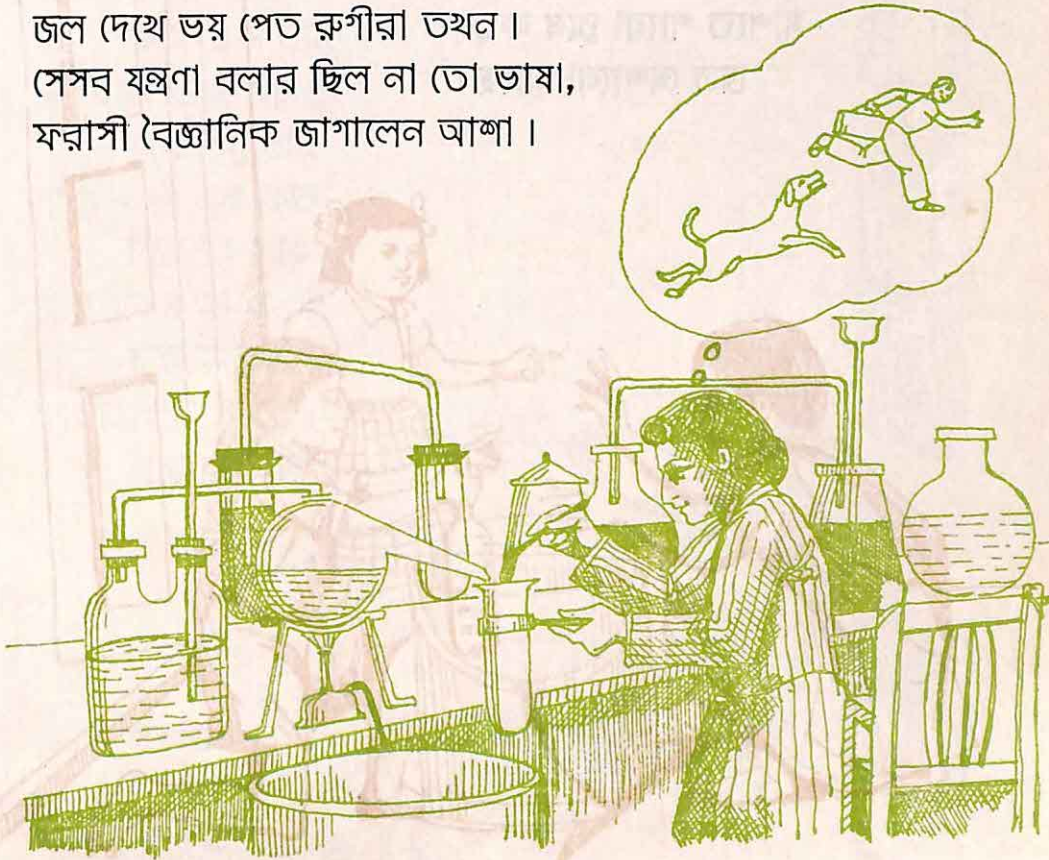
ল্যাক্টোমিটার

দুধটা খাঁটি, কিংবা ভেজাল
ঠিক করবে কিসে,
দুধে জলে একাকার
যখন হয় মিশে ?
তার জন্য ল্যাক্টোমিটার
আছে হাতের কাছে,
মাপতে পারো দুধে কত
জল মেশানো আছে।

থার্মোমিটার

একটা সরু কাঁচের নলে
পারদ ভর্তি থাকে,
নলের গায়ে দাগ কাটা
ডিগ্রী বলে তাকে।
তাপ যদি বৃদ্ধি পায়
নলের ভিতরে
পারদের আয়তন
ক্রমে ক্রমে বাড়ে।
জ্বর হলে থার্মোমিটার
মুখে শুধু ধরি
পারা দেখে জ্বর কত
নিরূপণ করি।
তিন রকম আছে এই
থার্মোমিটার
ফারেনহিট, সেলসিয়াস
আর রাইমার।
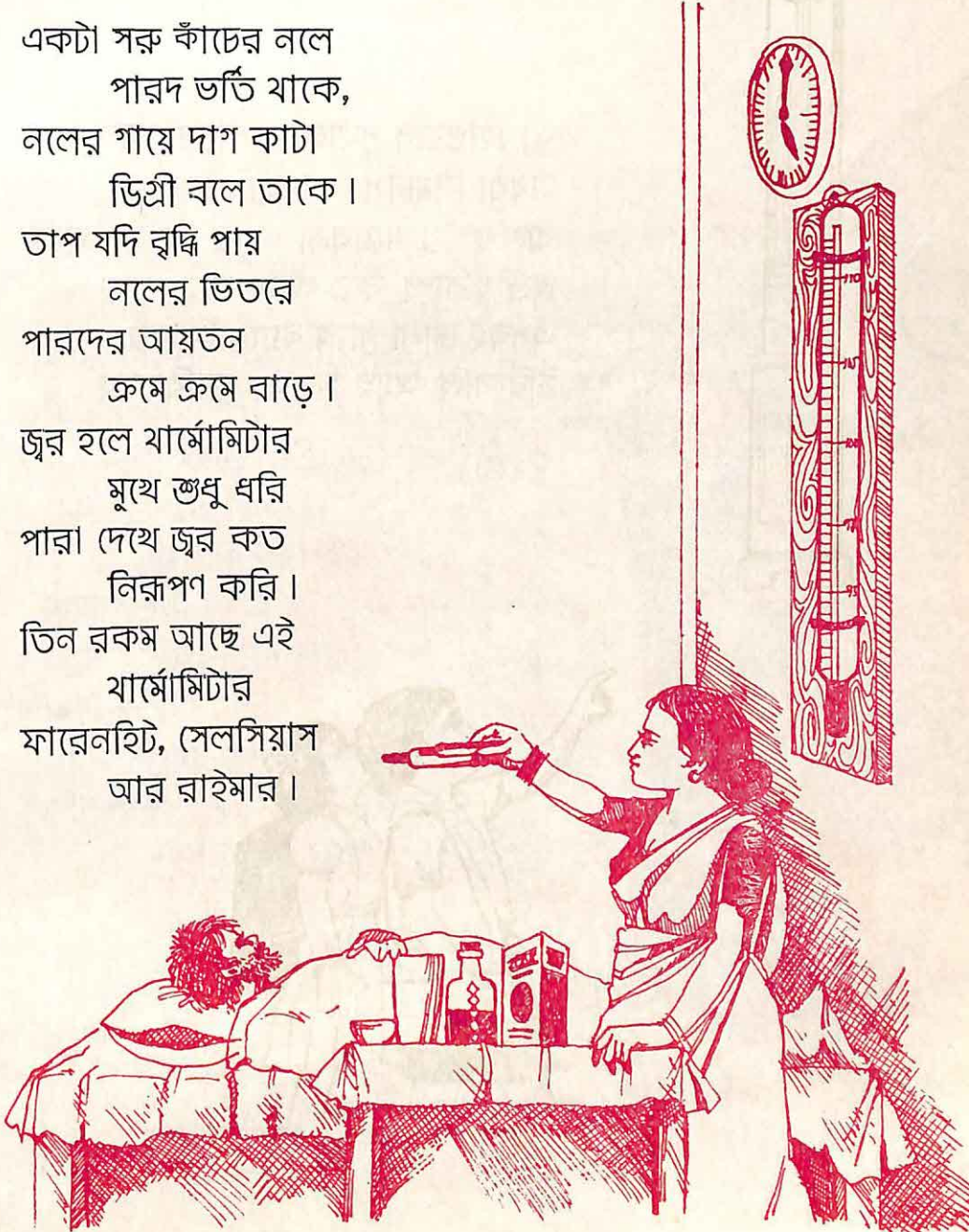
ব্যারোমিটার

আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বায়ুর ওজন,
অথবা নিম্নচাপ কোথায় কেমন
ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কি না আছে
জলীয় বাষ্প কত আছে বায়ু মাঝে
এসবই জানা যাবে ব্যারোমিটারে
টরিসেলি অমর হন এর আবিষ্কারে।

শ্বাস-প্রশ্বাস

মানুষ, নিঃশ্বাসে
কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ে
প্রশ্বাসে অক্সিজেন
নেয় সমান হারে।
উদ্ভিদের চলে
ফটো-সিন্থেসিসের আয়োজন
কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে
তারা ছাড়ে অক্সিজেন।
এইভাবে প্রাকৃতিক ও
জৈবিক ব্যবস্থায়
কার্বন ঘুরে ফিরে
চক্রাকারে যায়।
কার্বন থেকে দেহে
শক্তি সঞ্চার হলে
জীব-জগৎ রক্ষা পায়
দহনক্রিয়ার ফলে।
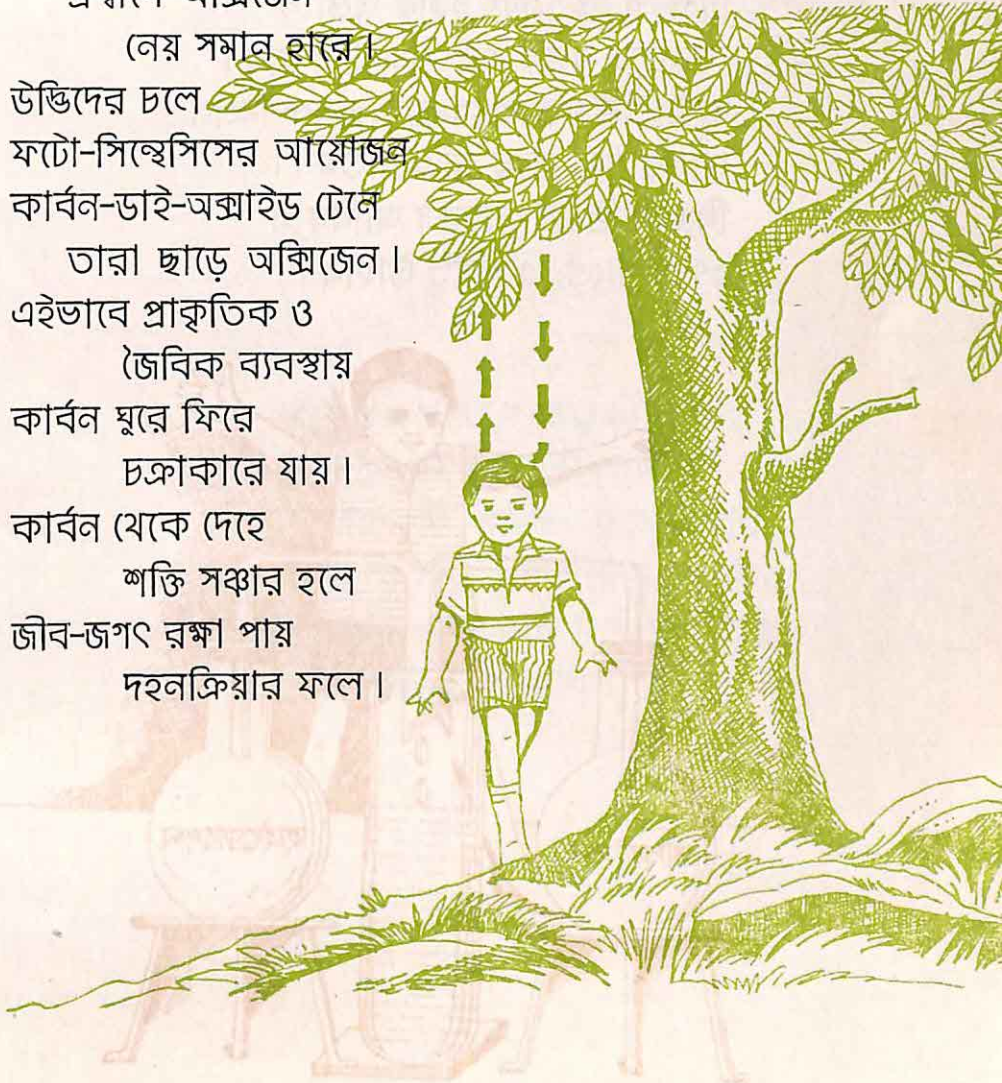
অক্সিজেন

অক্সিজেন একটি মৌলিক গ্যাস
বায়ুতে মিশে আছে নাই তার ব্যাস।
জীবগণের পক্ষে প্রাণ-বায়ু স্বরূপ
গন্ধহীন স্বাদহীন বর্ণহীন রূপ।
চলে না দহনকার্য ইহার অভাবে
আয়তনে বায়ুর এক-পঞ্চমাংশ হবে।
হাইড্রোজেনের সংগে রাসায়নিক মিলন
জলের সৃষ্টি করে দ্রুত প্রতিক্ষণ।
বিজ্ঞনী প্রিষ্টলি করেন আবিষ্কার
১৭৭৪ সালে, এ কীর্তি তাঁহার।
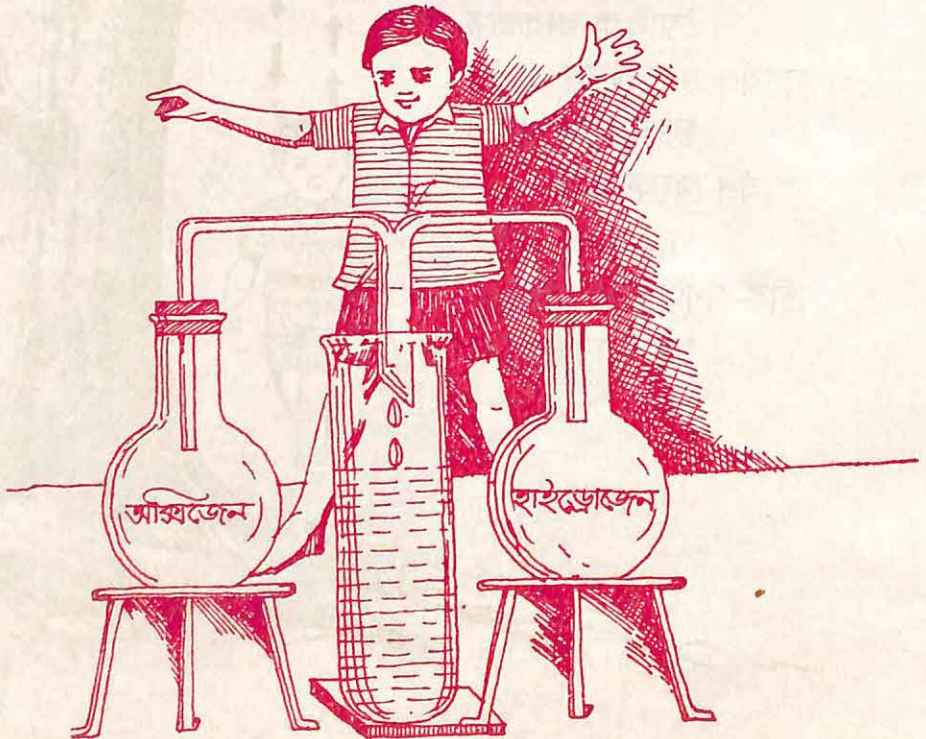
রেডিয়াম

মৌলিক তেজস্ক্রিয় ধাতু রেডিয়াম
অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও মহামূল্যবান।
ম্যাডাম কুরি করেন এর আবিষ্কার
ব্যবহারে সারে নাকি রোগ ক্যান্সার!
পিচ্‌ব্লেণ্ড থেকে ধাতু নিষ্কাশন করে,
বিশ্বে অমর হন, নোবেল পুরস্কারে।

থার্মোফ্লাস্ক

থার্মোফ্লাস্কে গরম জিনিস
গরম কেন থাকে,
ঠাণ্ডা জিনিস রাখলে আবার
ঠাণ্ডা হয়েই থাকে ?
কারণটা কী বলছি শোন,
দু' দেয়ালের মাঝে
একটুখানি বায়ুশূন্য
জায়গা রাখা আছে।
তাপ রোধ করে রাখে
পারদের লঘু আবরণ
(তাই) গরম গরমই থাকে,
ঠাণ্ডাও ঠাণ্ডা সর্বক্ষণ।

জাহাজ কেন জলে ভাসে

জাহাজ-নৌকা জলে ভেসে
যায় দূর দেশে,
সেই জলেতে লোহার বল
ডুবে যে নিমেষে।
জলের অপসারণের উপর
এসব নির্ভর করে
আর্কিমিডিসের জ্ঞানের কথা
বুঝবে তুমি পরে।

বাতাস দেখতে কেন পাই না

সব কিছু চোখে মোরা দেখিতে তো পাই
বাতাসটা কভু কেন দেখি না রে ভাই ?
ঝড়ের বাতাসে দেখি ধুলোবালি ওড়ে
টের পাই গায়ে মুখে লাগে বেশ জোরে।
তবুও বাতাসকে যায় নাকো দেখা
বাতাসের রঙ্ নেই তাই সব ফাঁকা।
আলোও প্রতিফলিত হয় না যে ভাই
বাতাস রয়েছে জানি তবু দেখি নাই।
ঘনত্বও এত কম বলো কী যে করি
কিছুতেই পারি না যে মুঠো মুঠো ধরি !

উল্টো কেন দেখি

ট্রেনে বাসে চড়ে যখন
তোমরা কোথাও যাও
গাছপালা, ঘর-বাড়িগুলো
দেখতে সদাই পাও।
ছুটছে দ্রুত উল্টো দিকে
আবার ঘুরে দূরে
তাকাও যদি, দেখতে পাবে
আসছে যেন ঘুরে।
কারণটা কী বলতে পারো
কেন এমন হয়?
আপেক্ষিক গতির জন্য
এমন মনে হয়।
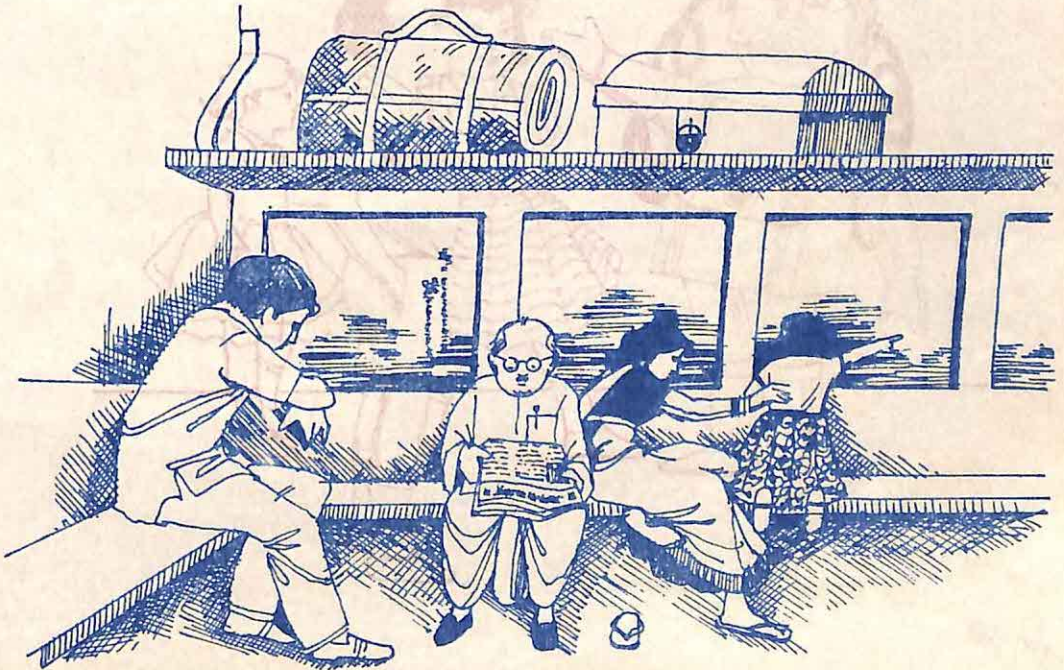
রোবট

চেহারাটা যেন ঠিক দৈত্য দানব
বাংলায় একে বলে যন্ত্র-মানব।
মানুষের মত ঠিক কাজে ও কথায়,
রোবটকে দেখে কিন্তু ভয় লেগে যায়।
কারেল চ্যাপেক এর সৃষ্টি করেন
সেই থেকে বিজ্ঞানীরা রোবট গড়েন।
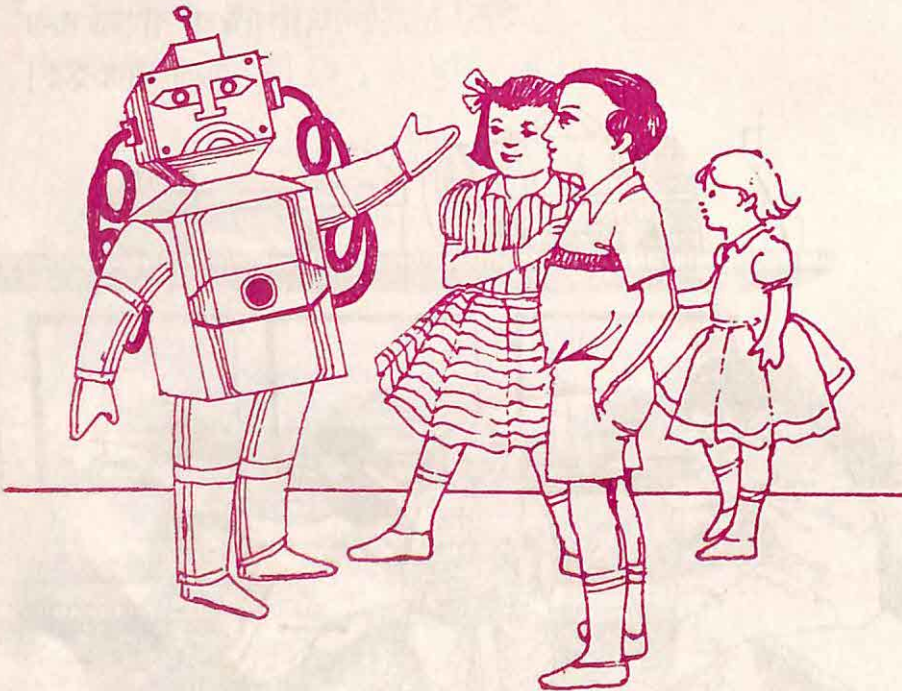
কৃষ্ণলাল মাইতির
অন্যান্য ছড়ার বই

রামছাগলের মেটে	৪·০০
সাদার মধ্যে সাতটা রঙ	৪·০০
তারায় ভরা ছায়াপথ	৪·০০

এই ছড়াকারের পরের বই

হাটুম হুটুম

মজাদার ছবি ও ছড়ায় শুধু ছোটরা কেন বড়রাও মজবেন

নয়া প্রকাশ
২০৬ বিধান সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০০৬